The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-7 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century**, **3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

মব জাস্টিস এর কারণ ও প্রতিকার কৌশল

[Causes and Remedial Strategies of Mob Justice]

Dr. Md. Masud Alam
Professor, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-7
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 24 February 2025
Received in revised: 29 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Mob justice, Islamic, Legal, Human Rights

ABSTRACT

Mob justice is a concerning issue and global problem. It is a heinous and illegal act that violates the due process of law and basic principles of human rights. The term "mob justice" is being used to describe incidents of violence against a person or destruction of property by one or more people. Mob justice, also known as vigilantism, lynching, jungle or instant justice, is a form of unlawful punishment usually carried out by a group of individuals (mob) for presumed criminal offences without following any rules of law. This practice not only violates law and human rights but also results in pathetic consequence including the loss of innocent lives and threat to existing judicial system. There are many causes responsible for inciting to the mob justice. Different research show that mistrust in the legal system, slow judicial processes, inadequate institutional enforcement, social and economic inequities, misinformation such as fake news, rumors and lack of awareness among the public are the main causes of it. Islam and existing law don't support mob justice and don't approve any kind of injustice done to anyone, even if a person is a criminal. Justice is very important and significant matter in Islam and its implementation is conducted by the following due process of law, fairness, accountability, equality and impartiality. Islam also emphasized the need of resolving disagreements legally and peacefully avoiding violence. Because in Islam, mob justice is considered as fitnah and a person should not take the law into his own hands. It is clear from the instruction of Prophet Muhammad (sm). He forbade a man who had witnessed his wife committing adultery from implementing the legal punishment against her by his own initiative, that is, without following due process. On the other hand mob justice violates Constitutional guarantee and international human rights agreements, especially the right to life and the right to a fair trial which is embedded in the Bangladesh's Constitution under Articles 31, 32, 35, the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR 1966 Articles 6,14) and the Universal Declaration of Human Rights (UDHR 1948 Articles 3,10, 11). So we can say that mob justice is a complex multifaceted problem that requires a comprehensive solution based on Islamic principles and values, as well as legal and policy measures that promote justice, accountability and respect for human rights. By applying descriptive and analytical method, this study tries to discuss the concept of mob justice, its causes and solutions from a legal and Islamic perspective. From the study the readers will be able to have a clear idea on the issue.

ভূমিকা

মব জাস্টিস বর্তমান সময়ের বহুল আলোচিত বিষয় ও নতুন এক আতঙ্কের নাম। সংঘবদ্ধ কিছু মানুষের নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়ার প্রবণতা অপরাধ বিজ্ঞানের ভাষায় মব জাস্টিস বা জনতার বিচার নামে অভিহিত। এটি একটি ভয়াবহ সামাজিক ব্যধি, বৈশ্বিক সমস্যা ও বেআইনী কাজ যা বিদ্যমান আইন, বিচার ব্যবস্থা ও মানবাধিকারের মৌলিক নীতিমালা লংঘনের মাধ্যমে ন্যায় বিচারের পরিবর্তে অন্যায়কে করে উৎসাহিত। ফলে সমাজে বিরাজ করে ভয়, অরাজকতা ও অবিশ্বাসের পরিবেশ এবং দেখা দেয় সামাজিক অস্থিরতা। মব জাস্টিস আইনগতভাবে অপরাধ হিসেবে গণ্য। কেননা এটি সমাজের জন্য ক্ষতিকর এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধক। এর কারণে অনেক সময় নিরীহ ও নিরপরাধ মানুষও অন্যায়ের শিকারে পরিণত হয়। মব জাস্টিসের মত জঘন্য সামাজিক অপরাধ সংঘটনের নেপথ্যে একক কোন কারণ দায়ী

নয়। মূলত এটি বহুমুখী কারণের ফল। স্থান, কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এ অপরাধের ধরণ ও কারণের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও বিচারহীনতার সংস্কৃতি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ব্যর্থতা, ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য, গুজব ও ভুল তথ্যের প্রসার এর মূল কারণ হিসেবে বিবেচিত। একটি সুন্দর, সুশৃংখল, নিরাপদ ও মানবিক সমাজ গঠনের জন্য মব জাস্টিস বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মব জাস্টিসের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা শান্তিপ্রিয় ও বিবেকবান নাগরিকদের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও ভীতির সঞ্চার করেছে। অতিদ্রুত এর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে প্রতিকারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারলে দেশের বিদ্যমান বিচারব্যবস্থা ও আইন শৃংখলা পরিস্থিতি ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখোমুখী হতে পারে এবং মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সামাজিক স্থিতিশীলতা। বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে এ গবেষণা প্রবন্ধে মব জাস্টিসের ধারণা, আইনী ভিত্তি, এর বহুমুখী কারণ ও প্রতিরোধের কার্যকর কৌশলসমূহ বিশ্লেষণ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

মব জাস্টিস এর ধারণা ও আইনী ভিত্তি

বর্তমান সময়ের একটি আলোচিত পরিভাষা মব জাস্টিস। ইংরেজি শব্দ মব (Mob) ও জাস্টিস (Justice) যোগে এই পরিভাষার সৃষ্টি। "Mob" শব্দটি ল্যাটিন "mobile vulgus" মোবাইল ভালগাস থেকে এসেছে, যার অর্থ 'উত্তেজনাপূর্ণ ভিড় "পরিবর্তনশীল বা অস্থির জনতা"। সময়ের সাথে এটি সংক্ষেপিত হয়ে "mob" রূপান্তরিত হয়ে যায়।[১] অভিধানে মব অর্থ উত্তাল জনতা বা উচ্ছৃঙ্খল জনতা। এ প্রসঙ্গে Oxford Dictionary-তে বলা হয়েছে Mob is a large crowd of people, especially one that may become violent or cause trouble. ঝামেলা বা সহিংসতা সৃষ্টি করার অভিপ্রায়ে একত্রিত মানুষের বিশাল ভিড়কে মব বলে।[২] আর জাস্টিস অর্থ হলো বিচার।[৩] শব্দগত বিশ্লেষণ থেকে মব জাস্টিসের অর্থ হলো উচ্ছৃঙ্খল জনতার বিচার। মব শব্দটি সাধারণত ভিড় বা জনতা অর্থে ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করে যখন সেই ভিড় কোনো ধ্বংসাত্মক বা বিশৃঙ্খল কাজে লিপ্ত থাকে। অতএব সংঘবদ্ধ কিছু মানুষের নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়ার প্রবণতাকে মব জাস্টিস বলা হয়। অপরাধ বিজ্ঞানের পরিভাষায় মব জাস্টিস বলতে আইনানুগ প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে একদল লোকের নিজের হাতে আইন তুলে নেয়া এবং অভিযুক্ত অপরাধীর সহিংস বিচার করাকে বুঝায়।[৪] আফ্রিকার দেশ উগান্ডার বিচারব্যবস্থার উদ্যোগে পরিচালিত সরকারি প্রকল্প জাস্টিস সেন্টার্স উগান্ডার ওয়েবসাইটে মব জাস্টিসের বিস্তারিতারিত সংজ্ঞা তুলে ধরা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে মব জাস্টিস হলো অপরাধে জড়িত থাকার সন্দেহে কোনো ব্যক্তিকে অবমাননা, মারধর, হত্যা বা সম্পদ ধ্বংসের মাধ্যমে সাজা দেওয়া বা প্রতিশোধ নেওয়া। এ প্রক্রিয়ায় অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের সুযোগ পান না। উচ্ছৃঙ্খল জনতা আইন নিজের হাতে তুলে নেয়। মব জাস্টিসের মাধ্যমে কোনো ন্যায়বিচার হয় না। কেননা এখানে সাক্ষী,বিচারক ও শাস্তিদাতা সবকিছুর ভূমিকায় থাকে উচ্ছৃঙ্খল জনতা।[৫] এক কথায় মব জাস্টিস এমন এক ধরণের বেআইনী শাস্তি প্রদান পদ্ধতি যেখানে সংঘবদ্ধ একদল মানুষ আইন নিজের হাতে তুলে নেয়। তারাই কাউকে অভিযুক্ত করে, জুরি এবং বিচারক হিসেবে কাজ করে, এরপর সন্দেহভাজন বা কথিত অপরাধীকে ঘটনাস্থলে শাস্তি দেয়। মব জাস্টিসের মাধ্যমে অপমান অপদস্ত থেকে শুরু করে সহিংসতা, শারীরিক আক্রমণ, নির্যাতন এবং এমনকি হত্যাসহ বিভিন্ন ধরণের অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে।

ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইন মব জাস্টিসকে সমর্থন করে না এবং কারো প্রতি কোনো ধরনের অন্যায় অবিচার করার অনুমতি দেয় না। সহিংসতা পরিহার করে আইনগতভাবে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে যে কোন সমস্যা সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ করে। এজন্য একজন ব্যক্তির কখনোই আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া সমীচিন নয়। বাংলাদেশের সংবিধান এবং ফৌজদারি আইন অনুযায়ী মব জাস্টিস সম্পূর্ণ বেআইনি। সংবিধানের ৩৫(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তিকে অপরাধী হিসেবে ঘোষণা করার এবং শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা কেবলমাত্র আদালতের রয়েছে।[৬] এছাড়াও মব সংস্কৃতি বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক অধিকার বিষয়ক একাধিক ধারা লঙ্ঘন করে। কেননা সংবিধান অনুযায়ী, অপরাধী-নিরপরাধী নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের আইনের আওতায় বিচার লাভ এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ রয়েছে। সংবিধানের ২৭, ৩১, ৩২ ৩৩, ৩৫ ও ৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের সকল নাগরিক আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী এবং আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। অপরাধের জন্য যতটুকু শাস্তি প্রাপ্য, তার চেয়ে বেশি বা ভিন্ন কোনো শাস্তি দেওয়া যাবে না।[৭] ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৯ ধারা অনুযায়ী, অপরাধী ধরা পড়লে তাকে পুলিশের হাতে হস্তান্তর করতেই হবে। এর ব্যতিক্রম করে আইন নিজের হাতে তুলে নিলে দণ্ডবিধির ১৪৯, ১৮৭, ৩০৪, ৩১৯, ৩২৩, ৩২৬ ও ৩৩৫ ধারা অনুযায়ী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ বিভিন্ন ধরনের শাস্তির বিধান রয়েছে।[৮]

সহিংসতা বা গণপিটুনিতে কোনো ব্যক্তি নিহত হলে দণ্ডবিধির ৩৪ ধারা অনুযায়ী গণপিটুনিতে অংশ নেওয়া সকল ব্যক্তি সমানভাবে দায়ী হবে। কেননা আইনে যৌথ দায়িত্বশীলতা বলে একটি নীতি আছে। সেখানে বলা হয়েছে, একই অভিপ্রায় নিয়ে একাধিক ব্যক্তি কোনো অপরাধ সংঘটন করলে প্রত্যেক ব্যক্তি এমনভাবে দায়ী হবেন, যেন তিনি নিজেই অপরাধটি করেছেন। এর মানে গণপিটুনিতে যারাই অংশ নেবেন, সেটা আদালতে প্রমাণ করা গেলে সবারই শাস্তি নিশ্চিত করার

সুযোগ আছে। এক্ষেত্রে কেউ বড়ো ধরনের জখম করলেও যে শাস্তি পাবেন, একজন সামান্য ধাক্কা দিলেও একই শাস্তির আওতাভুক্ত হবেন।[৯] এছাড়া গণপিটুনিতে যদি কেউ মারা যায় আর সেটা যদি খুন হিসেবে আদালতে প্রমাণ করা যায়, তাহলে দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ২৯৯ ধারায় উল্লিখিত খুনের অপরাধে অপরাধীকে ৩০২ দ্বারার অধীনে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডিত করা যায়। সে হিসেবে আদালতে গণপিটুনিতে হত্যা প্রমাণিত হলে আইনানুযায়ী সবারই ন্যূনতম দণ্ড হবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।[১০] গণপিটুনিতে মানুষ হত্যা মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র UDHR-এর ৩, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ ও ১১ নং ধারা লঙ্ঘন করে,যা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। এটি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র-১৯৪৮ এর তিন নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রত্যেকের জীবন, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি নিরাপত্তার অধিকার আছে। অনুচ্ছেদ পাঁচ অনুযায়ী কারও প্রতি নির্যাতন, অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ করা যাবে না।[১১] আর নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি ১৯৬৬ এর অনুচ্ছেদ ছয় ও সাতে নির্যাতনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ইউরোপিয়ান কনভেনশন অন হিউম্যান রাইটসের অনুচ্ছেদ-২ (দুই) এ মানুষের জীবনের অধিকার নিয়ে আলোকপাত করেছে। অনুচ্ছেদ তিনে কারও প্রতি নির্যাতন নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অনুচ্ছেদ পাঁচে নিরাপত্তার কথাটি তুলে ধরা হয়েছে।[১২] এছাড়াও ২৬ অনুচ্ছেদে সবার আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।[১৩]অন্যদিকে ইসলামেও আইনী প্রক্রিয়ার বাহিরে গিয়ে ব্যক্তি উদ্যোগে কাউকে শাস্তি প্রদান করা বৈধ নয়। কেননা এই ধরণের প্রবণতা মানুষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি প্রতিশোধ স্পৃহার জন্ম দেয় এবং সমাজ ও রাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল করে তোলে। এজন্যই কারো প্রতি বিদ্বেষ যেন সীমালংঘনের কারণে পরিণত না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক করে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

'তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেয়ার কারণে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনই সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকাজ ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে অতি কঠোর।'[১৪] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীসেও শাস্তি প্রদানের নিমিত্তে আইন নিজের তুলে না নেয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা এসেছে। এ প্রসঙ্গে হিলাল ইবন উমাইয়া রা. এর ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি তাঁর স্ত্রীকে শরীক ইবন সাহামার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে দেখার পর নিজ উদ্যোগে শাস্তি কার্যকর করতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ সা. তাঁকে যথাযথ আইনী প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে অপরাধের শাস্তি প্রদানে নিষেধ করেন।[১৫] জারীর রা. থেকে বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে এসেছে। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. আমাকে বিদায় হাজ্জের সময় বলেছেন, اسْتَنْصِتْ النَّاسَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. 'লোকদেরকে তোমরা নিবৃত্ত কর। আমার পরে তোমরা একে অপরের গর্দানে আঘাত করে কুফরির দিকে ফিরে যেও না।'[১৬]

উপর্যুক্ত হাদীসে যারা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়, তাদেরকে নিবৃত্ত করা এবং তাদের এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে কুফরির দিকে প্রত্যাবর্তনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এসব সতর্কবাণী উপেক্ষা করেও যদি কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নেয়, তাহলে ইসলাম তাকে বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করায় এবং মব জাস্টিসের সাথে যতজনের সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হবে প্রত্যেকেই কঠোর শাস্তির আওতায় চলে আসবে। 'উমার রা. এর শাসনামলে একবার ইয়ামানের রাজধানী সান'আয় একজন নিরাপরাধ বালককে প্রতারণাপূর্বক হত্যা করা হয়েছিল। পরে ঘটনার তদন্তে পাঁচ অথবা সাতজনের সম্পৃক্ততা মিলে। তখন তিনি একজন বালকের হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত সকলের থেকে কিসাস গ্রহণ করেন। এরপর তিনি বলেন, لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا. 'এই হত্যাকাণ্ডে যদি সমগ্র সানা'আবাসী জড়িত থাকতো তাহলে এই একজনের বিনিময়ে আমি সানা'আর সকল অধিবাসীকে হত্যা করতাম।'[১৭] অতএব সামাজিক শৃঙ্খলা, রাষ্ট্রীয় নিরপত্তা সর্বোপরি ন্যায়বিচারের স্বার্থে কোনো ধরনের মব জাস্টিস সমীচীন নয়। অতএব কেউ অপরাধ করলে আইন ও বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাকে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসতে হবে। আর শাস্তি কার্যকর করার ক্ষমতা সরকার কিংবা সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধির। এ ব্যাপারে ইসলামী আইনবিদদের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[১৮]

মব জাস্টিস এর কারণ

আধুনিক বিশ্বে মব জাস্টিস একটি বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। অন্যায়ের মাধ্যমে অন্যায়কে প্রতিহত করার প্রয়াস এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য অবিচার করার মাধ্যমে একটি সমাজে শুরু হয় মব জাস্টিস বা উচ্ছৃঙ্খল জনতার বিচার সংস্কৃতি। এটি একটি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার বহি:প্রকাশ হলেও এর অন্তরালে ক্রিয়াশীল থাকে অনেক কারণ। নির্দিষ্ট বা একক কোন কারণে এটি সংঘটিত হয় না; বরং এটি বহুমুখী কারণের ফল। স্থান, কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এ অপরাধের ধরণ ও কারণের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও বিচারহীনতার সংস্কৃতি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ব্যর্থতা, ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়, আর্থ-সামাজিক বৈষম্য, গুজব ও ভুল তথ্যের প্রসারকে আইন বিশেষজ্ঞ,অপরাধ বিজ্ঞানী ও গবেষকগণ মব জাস্টিসের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[১৯] এসব কারণ নিম্নে ধারাবাহিকভাবে উপসথাপিত হলো:

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ব্যর্থতা

সমাজ বা রাষ্ট্রের শান্তি-শৃংখলা ও স্থিতিশীলতা অনেকাংশে নির্ভর করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কার্যকর ভূমিকা ও দায়িত্বশীলতার ওপর। তাদের অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার কারণে অনেক সময় মব জস্টিসের ন্যায় অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটে যায়। যেমন সমাজে গুম, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদি সংবেদনশীল ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিক নাগরিকদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এমন পরিস্থিতিতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো দ্রুততম সময়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হলে জনরোষের মাত্রা অসহনীয় পর্যায়ে চলে যায়। এতে তারা আইন নিজের হাতে তুলে নেয়। এ ব্যাপারে নাইজেরিয়ার অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের পরিচালক ইসা স্যানুসির বক্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, উচ্ছৃঙ্খল জনতার সৃষ্টি করা সহিংসতা দমনে এবং জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনার ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর ব্যর্থতা মব জাস্টিসের প্রতি মানুষকে আরও আগ্রহী করে তোলে। এই সমস্যাকে আরো জোরদার করে তোলে দুর্বল ও দুর্নীতিপরায়ণ আইনি ব্যবস্থা।[২০]

বিচারহীনতা

ন্যায় বিচার পাওয়া মানুষের সাংবিধানিক ও মৌলিক মানবাধিকার। মানব জীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। বিচারকদের অস্বচ্ছতা, প্রশাসনিক দূর্বলতা ও বিচারের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে জনগণ ন্যায় বিচার না পেলে তাদের মধ্যে হতাশা কাজ করে। ফলে বিচার ব্যবস্থার প্রতি তাদের অনাস্থার সৃষ্টি হয়। তারা মনে করতে থাকে অপরাধীদের বিরুদ্ধে যথাযথভাবে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। বিচারহীনতার এই সংস্কৃতি সাধারণ মানুষকে নিজ হাতে অপরাধীকে শাস্তি প্রদানে উৎসাহিত করে এবং সমাজে মব জাস্টিসের প্রবণতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে বিশ্লেষকগণ মনে করেন।[২১]

মূল্যবোধের অবক্ষয়

মানুষের ভিতরের নৈতিক গুণাবলীর সমষ্টি হলো মূল্যবোধ। যা মানব আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত। মূল্যবোধের অভাব বা অনুপস্থিতিকেই মূল্যবোধের অবক্ষয় বলে। এটি মব জাস্টিসের একটি অন্যতম প্রধান কারণ। মূল্যবোধের অভাবে মানুষের নৈতিকতা ও ঔচিত্যবোধের বিলুপ্তি ঘটে এবং মানুষের মধ্যে সহিষ্ণুতা ও মানবিকতার অভাব দেখা দেয়, যা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে অনেক বিরূপ ও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। মানুষ তখন আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে না এবং আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া মব জাস্টিসগুলো নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করলে এর সংঘটনের নেপথ্যের কারণ হিসেবে মূল্যবোধের অবক্ষয়কে দায়ী করা যায়। [২২]

রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য

রাজনৈতিক পরিবেশ অস্থিতিশীল হলে মানুষের মধ্যে হতাশা ও উদ্বেগ দেখা দেয়। এর ফলে মানুষ কর্মবিমুখ হয়ে পড়ে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, বিনিয়োগ, আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি স্থবির হয়ে পড়ে এবং নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করার সুযোগ সৃষ্টি হয় না। এর ফলে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য তৈরি হয়। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক রিপোর্টে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী, পৃথিবীর ১০% ধনী ব্যক্তির হাতে রয়েছে বিশ্বের মোট সম্পদের ৮৫%, আর বাকি ৯০% মানুষের হাতে আছে মাত্র ১৫% সম্পদ।[২৩] এই অমানবিক বৈষম্য শুধু অর্থনৈতিক সংকটই সৃষ্টি করছে না, বরং সামাজিক অস্থিরতা, ভয়ানক পরিস্থিতি ও অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির কারণে পরিণত হয়েছে। একদিকে রাজনৈতিক উত্তেজনা, অন্যদিকে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য। এই দুইয়ের সংমিশ্রণে দেশে তৈরি হয় এমন এক উদ্বেগজনক পরিস্থিতি যা মব জাস্টিসের মত বেআইনী কর্মকাণ্ড সংঘটনে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। ফলে সাধারণ মানুষ দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনীতির নাজুক পরিস্থিতির সুযোগে মব জাস্টিসের মাধ্যমে নিজেরাই বিচার করেত উদ্যোগী হয়।[২৪]

ভুল তথ্য ও গুজব

বর্তমান যুগ অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগ। তথ্য প্রাপ্তি প্রত্যেক নাগরিকের আইনগত অধিকার। সঠিক তথ্য বড় বড় সমস্যার সমাধানে যেমন সহায়ক, তেমনি ভুল তথ্য অনেক সমস্যা সৃষ্টি করে। অবাধ তথ্য প্রবাহের এই যুগে মিথ্যা তথ্য বা গুজব মারাত্মক সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বোত্তম প্ল্যাটফরম হিসেবে অনলাইনভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইন্টারনেট, ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে যেকোন নেতিবাচক তথ্য অল্প সময়ের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে যায়। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে স্পর্শকাতর বিষয়ে ভুল তথ্য সরবরাহ করে মুহূর্তের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে মানুষকে উত্তেজিত করা হচ্ছে এবং ভুল তথ্য ও গুজবের ওপর ভিত্তি করে জনগণ খুব সহজেই মব জাস্টিসে জড়িয়ে পড়ছে।[২৫]

মব জাস্টিস এর প্রতিকার কৌশল

মব জাস্টিস অসিহষ্ণু সমাজেরই প্রতিচ্ছিব। এর পরিণতি অনেক গুরুতর ও ধ্বংসাত্মক। যা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং আইন ও বিচারব্যবস্থার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সাম্প্রতিককালে মব জাস্টিসের ব্যাপ্তি ও

ভয়াবহতার বৃদ্ধি প্রতিটি সভ্য সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য উদ্বেগের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিধায় এই জটিল ও বহুমুখী সমস্যার অন্তর্নিহিত কারণগুলো মোকাবেলা ও প্রতিরোধ করার জন্য ইসলামী নীতি ও মূল্যবোধের আলোকে কার্যকর আইনী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ন্যায়বিচার, জবাবদিহিতা, সুশাসন ও মানবাধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এ জন্য প্রয়োজন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে শক্তিশালী করা, বিচারব্যবস্থায় মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনা, আইনী কাঠামো ও বিচার ব্যবস্থার সংস্কার, রাজনৈতিক অস্থিরতাও আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের অবসান,মূল্যবোধের জাগরণ, মিথ্যা তথ্য ও গুজব প্রতিরোধ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি।[২৬] ইসলাম মব জাস্টিস প্রতিহত করতে সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করেছে। সাধারণত সন্দেহের কারণে কাউকে শাস্তি দেয়ার বিধান প্রচলিত আইনে নেই। অথচ ইসলাম চৌদ্দশত বছর আগে অমূলক সন্দেহ করাকেই অপরাধ সাব্যস্ত করে সন্দেহ থেকে সৃষ্ট সকল অন্যায় অপরাধের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ﴾ 'হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক; কারণ অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ।'[২৭]সুতরাং কেউ যদি সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ব্যতিত কারো ব্যাপারে সন্দেহও পোষণ করে, তাহলে সে পরকালে জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে। এর মধ্য দিয়ে মব জাস্টিসের যে শেকড় আছে, তা ইসলাম উপড়ে ফেলেছে। নিম্নে মব জাস্টিস মোকাবেলা ও প্রতিকার কৌশলগুলো আলোচনা করা হলো:

আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে শক্তিশালী করা

সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তি-শৃংখলা ও স্থিতিশীলতা অনেকটা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কার্যকর ভূমিকার ওপর নির্ভর করে। সেজন্য মব জাস্টিস প্রতিরোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা অতিব জরুরী। বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত পুলিশবাহীনিসহ অন্যান্য বাহিনীকে দক্ষ ও নৈতিকতা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও যুগোপযোগী সরঞ্জাম দিয় শক্তিশালী করা, যাতে তারা দ্রুত ও সঠিকভাবে অপরাধীদের আটক করে বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে পারে। এতে করে সাধারণ মানুষ তাদের ওপর আস্থা ফিরে পাবে এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে নিজেদের হাতে আইন তুলে নেয়া থেকে বিরত থাকবে।

বিচারব্যবস্থায় মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনা

আদালত মানুষের বিচার পাওয়ার শেষ আশ্রয়স্থল। বিচারপ্রার্থীরা যাতে কোনোরকম হয়রানি ছাড়া ন্যায়বিচার পেতে পারে সেটি নিশ্চিত করাই বিচার বিভাগের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা ও ন্যায়বিচার না পাওয়ার আশংকা থেকে মানুষ বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। যা তাকে মব জাস্টিসের প্রতি উদ্বুদ্ধ করছে। এমতাবস্থায় মামলা নিস্পত্তির সময় ও ব্যয় কমানো, তদন্তে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং পক্ষপাতহীন বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে বিচারব্যবস্থায় আস্থা ফিরিয়ে আনা অত্যাবশ্যক। বিচারব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা তৈরি হলে সমাজ থেকে মব জাস্টিসের প্রবণতা ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে।

আইনী কাঠামো ও বিচার প্রক্রিয়ার সংস্কার

মানব সমাজে মব জাস্টিসের ঘটনা নতুন কোন বিষয় নয়, তবে এখন তা পত্র-পল্লবে বিকশিত হয়ে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। সম্প্রতি মব জাস্টিসর নামে যেসব ঘটনা ঘটছে তা জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশের দণ্ডবিধি (১৮৬০) হত্যা, হামলা, এবং বেআইনি সমাবেশের মতো অপরাধগুলোর আওতায় এবং ২০২৩ সালের সাইবার নিরাপত্তা আইনের অধীনে মব জাস্টিসের শাস্তি বিধানের সুযোগ থাকলেও তা অপরাধ প্রতিরোধে যথেষ্ট নয়। সুতরাং মব জাস্টিসের সাথে জড়িতদের কঠোর শাস্তির বিধান করতে ফৌজদারি অপরাধে মব জাস্টিসকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা ও শাস্তির প্রবিধান উল্লেখ করা এখন সময়ের দাবি। এছড়াও মব সম্পর্কিত মামলাগুলোর জন্য ফাস্ট-ট্র্যাক ট্রাইব্যুনাল, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে পারলে ভবিষ্যতে এই ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করা যাবে।

রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের অবসান

বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য যেন সময়ের সাথে এক অনিবার্য বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। গণতন্ত্রের অভিযাত্রা, উন্নয়ন ও সামাজিক স্থিতিশীলতার পথে এ উপাদানগুলো বারবার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজে শান্তি, স্থিতি ও সমৃদ্ধির জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস, সৌহার্দ সম্প্রীতি ও পরমতসহিষ্ণুতা প্রদর্শন সময়ের অপরিহার্য দাবী। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের কারেণ জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি আনা যায় না। বিধায় রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর করে সমাজে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্রতা দূরীকরন ও সুশিক্ষার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের অবসান ঘটাতে পারলে মব জাস্টিসের প্রবণতা কমে আসে আসবে।

মূল্যবোধের জাগরণ

সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে নৈতিক মূল্যবোধের ভূমিকা অপরিসীম। নৈতিক মূল্যবোধ মানুষকে ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে, অন্যায় অবিচার করা থেকে বিরত রাখে। ধর্মীয় অনুশাসন মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায়।

অন্যদিকে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে মানুষের মধ্যে আইন অমান্য করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং মানুষকে মব জাস্টিসের প্রতি ধাবিত করে। সুতরাং মানুষের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে মূল্যবোধ জাগ্রত করতে পারলে সমাজ থেকে মব সংস্কৃতি বন্ধ করা সম্ভব।

ভুল তথ্য ও গুজব প্রতিরোধ

তথ্য-প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের এ যুগে সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য অনলাইন প্লাটফর্ম মানবজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। জীবনযাপনে এর ইতিবাচক প্রভাব থাকলেও সাইবার অপরাধে ক্ষতির পরিমাণও কম নয়। বিশেষ করে গুজব ও ভুয়া তথ্য ছড়ানোর অবাধ বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে সাইবার জগৎ। আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে একজনের চেহারায় তার আর্টিফিসিয়াল ভয়েস যুক্ত করে ডিপ ফেইক প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পূর্ণ নতুন একটি ভুয়া ভিডিও তৈরি করে গুজব ছড়ানো হয়। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এড়িয়ে সংবাদের প্রসঙ্গ বদলে ফেলে বানোয়াট তথ্যকে সত্য বলে প্রচারের মাধ্যমেও গুজব ছড়িয়ে থাকে। অনেকেই ব্যক্তি আক্রোশ থেকে, রাজনৈতিক ফায়দা আদায়ের জন্য কিংবা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, সাইবার বুলিং ও ভার্চুয়াল মব সৃষ্টির জন্য গুজব ছড়িয়ে থাকেন। কেউ কেউ নিছক মজার ছলে ভাইরাল হওয়ার জন্য কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে বেশি ভিউ পাওয়া ও আয়ের উদ্দেশ্যে মিথ্যা তথ্য দিয়ে গুজবের কন্টেন্ট তৈরি করে তা সাইবার স্পেসে ছড়িয়ে দেয়। আমাদের সমাজে মব জাস্টিসের অনেক ঘটনাই ভুল তথ্য ও গুজবের ভিত্তিতে ঘটে থাকে। সেজন্য মব জাস্টিস বন্ধে মিথ্যা তথ্য ও গুজবের প্রতিরোধ করা জরুরী। মানুষের সচেতনতা, সতর্কতা ও কঠোর আইন প্রয়োগের মাধ্যমে মিথ্যা তথ্য ও গুজবের প্রতিরোধ করা সম্ভব। প্রত্যেক সচেতন মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো যেকোন সংবাদ সত্য-মিথা যাচায়ের পর তা গ্রহণ ও পরিবেশন করা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.﴾

'হে বিশ্বাসীগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে; যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আঘাত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।'[২৮] মিথ্যা তথ্য ও গুজব প্রতিরোধে রাসূলুল্লাহ সা. এর একটি হাদীস এখানে অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছন: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. 'কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে কোনো কথা শোনামাত্রই (যাচাই না করে) বলে বেড়ায়।'[২৯] মিথ্যা তথ্য ও গুজবের ক্ষতিকারক প্রভাব মোকাবেলার জন্য নিজেকে সচেতন হতে হবে এবং অন্যকেও সচেতন করতে হবে। জনসাধারনকে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য এবং গুজবের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সাহায্য করতে মিডিয়া লিটারেসি শিক্ষাদানে স্কুল-কলেজ, মদরাসাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলো এমন প্রোগ্রাম গ্রহণ করতে পারে, যা তাদের বিচার বিশ্লেষণের দক্ষতা এবং ফ্যাক্ট চেকিং এর কৌশল শেখাবে। দেশপ্রেম, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার আলোকে সোশ্যাল মিডিয়ার দায়িত্বশীল ব্যবহার এই প্লাটফর্মগুলোর মাধ্যমে মিথ্যা তথ্যের বিস্তাররোধে সহায়তা করতে পারে। এছাড়াও ডিজিটাল মনিটরিং কমিশন গঠন করে তাদের মাধ্যমে মূলধারার গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন অনিবন্ধিত নিউজ পোর্টাল, ফ্রিল্যান্সার কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ও গণমাধ্যম সেক্টরে অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের দায়িত্বশীলভাবে সংবাদ পরিবেশনে উদ্বুদ্ধ করা এবং ক্ষেত্রবিশেষে গুজব প্রতিরোধে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। কারণ সাইবার স্পেসে মিথ্যা তথ্য বা গুজব প্রতিরোধে সাইবার নিরাপত্তা আইনে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তির বিধান রয়েছে।

জনসচেতনতা বৃদ্ধি

জনসচেতনতা হলো কোনো একটি বিষয়ে জনগণের মধ্যে ধারণা, জ্ঞান এবং বোধগম্যতা তৈরি করা। যা মানুষের মধ্যে সমস্যা সম্পর্কে ধারণা দেয় এবং সমস্যা সমাধানে সঠিক পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করে। মব জাস্টিসের প্রবণতা প্রতিরোধে শিক্ষা ও সচেতনতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ। মব জাস্টিস আইনত অপরাধ এবং এটি ব্যক্তি,সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর এই বিষয়গুলো জনগণকে জানাতে ও সচেতন করতে পারলে খুব সহজেই মব সংস্কৃতিকে প্রতিহত করা যাবে। সচেতনতা একজন মুমিনের বৈশিষ্ট। মু'মিন ব্যক্তি যেমন নিজে সচেতন থাকবে এবং অন্যকেও সচেতন করবে। সচেতন জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছন, لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ. 'কারো ক্ষতি করবে না এবং নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।'[৩০] এ সতর্কতা মুমিনের পার্থিব ও অপার্থিব উভয় জীবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মুমিন যেমন পাপের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে নিজেকে বারবার ক্ষতিগ্রস্ত করবে না, তেমনি বৈষয়িক ব্যাপারেও সে মানুষের ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকবে।একইভাবে মুমিন অন্যদের প্রতারিত করবে না। অতএব মব জাস্টিস প্রতিরোধ অভিযানকে সফল করতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ-উদ্যমকে একযোগে কাজে লাগাতে হবে। কেবল আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে দমন করা সম্ভব নয়। এর বিরুদ্ধে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

উপসংহার

মব জাস্টিস ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধক এবং সভ্য সমাজের জন্য একটি ক্ষতিকর উপাদান। নাগরিক নিরাপত্তার জন্য মব জাস্টিস প্রতিহত করা রাষ্ট্রের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মব জাস্টিস একটি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার বহি:প্রকাশ হলেও এর শিকড় সমাজের অনেক গভীরে প্রোথিত। বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থার অভাব, আইনশৃংখলা বাহিনীর কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি ও নাগরিকদের নৈতিক শিক্ষা, মূল্যবোধ ও সচেতনতার দৈন্যতা এর বিস্তারকে করেছে তরান্বিত। এই জটিল ও বহুমুখী সমস্যার টেকসই সমাধান পেতে হলে কঠোরভাবে আইনের শাসন কার্যকর, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও ধর্মীয় শিক্ষার অনুশীলনের পাশাপাশি একটি সর্বজনীন ও অংশগ্রহণমূলক সামাজিক উদ্যোগ প্রয়োজন। যা সরকার, প্রশাসন, গণমাধ্যম, শিক্ষাব্যবস্থা ও নাগরিক সমাজের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে মব জাস্টিস বন্ধে ফলপ্রসূ ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

১ https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803100202764.

২ https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/mob_1.

৩ Ashu Tosh Dev, *Students' Favourite Dictionary* (Calcutta: Dev Sahitya Kutir private ltd. 2001), p.546.

৪ https://gci-cameroon.org/wp-content/uploads/2013/01/Mob-Justice-2011.

৫ https://justicecentres.go.ug/glossary/mob-justice/.

৬ http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-367/section-24583.html.

৭ http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-367.html.

৮ http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-75/section-14523, 2874, 2940, act-11/section-3133, 3170, 3174, 3177, 3187.html.

৯ http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-11/section-2122.html.

১০ http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-11/section-3128, 3131.html.

১১ https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights.

১২ https://fra.europa.eu/en/law-reference/european-convention-human-rights-article-2,3,5.

১৩ https://fra.europa.eu/en/eu-charter/article/26-integration-persons-disabilities.

১৪ সূরাহ আল-মায়িদাহ, আয়াত: ২-৩।

১৫ **মূল ভাষ্য:** عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِيْ ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِيْ ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّيْ لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِيْ مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ (وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ) فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ (إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ)فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ. দ্র: ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, কিতাবুত তাফসীর , বাব-৩, হা-৪৭৪৭, ২য় খণ্ড (কায়রো: মাকতাবাতুস সাফা, ১৪২৩ হি.), পৃ.৪৬৪-৪৬৫।

১৬ ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, কিতাবুদ দিয়্যাত , বাব-২, হা-৬৮৬৯, ৩য় খণ্ড, পৃ.৩২৫।

১৭ ইমাম মালিক, *আল-মুয়াত্তা*, কিতাবুল 'উকূল, বাব-মা জাআ ফিল গীলাহ, হা-১৩৬৮, ৫ম খণ্ড (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ), পৃ.৩১৭;আদ-দারাকুতনী, *আস-সুনান*, কিতাবুল হুদূদ ওয়াদ দিয়াত, হা- ৩৪২৭, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪২; আশ-শানকীতী, *আদওয়াউল বায়ান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৯।

১৮ সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাওসূআ' তুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়েতিয়্যাহ*, ৫ম খণ্ড (কুয়েত:ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুনিল ইসলামী, ১৪০৪-১৪২৭ হি.), পৃ.২৮০।

১৯ Humaira Meer, Analyze of the Doctrine of Mob Justice from a Legal Perspective, Competitive Social Sciences Research Journal 3(1), (Lahore: Institute of Collaborative Learning Private Limited.2022), 409; https://www. linkedin.com/ pulse/mob-culture-bangladesh-rise-legal-challenges-way-forward-rahman knshc; https://www. dhakatimes24.com/2025/ 05/30/386762; https://www.manobkantha.com.bd/news/opinion/635511/মব-এবংজাস্টিস;; https://sattacademy.com; www.comillarkagoj.com; https://www.deshrupantor.com/537499/মব-জাস্টিস-কী-এর-কারণ-ও-পরিণতি .

20 https://www.amarbanglabd.com/news/article/মব-জাস্টিস-কী-ইতিহাস-ও-অধিক-প্রবণ-দেশ-কোনগুলো/৯৯৩৯।

21 https://www.dainikamadershomoy.com/details/0191dccc04112;https://www.linkedin.com/pulse/understanding-mob-justice-bangladesh-legal-framework-causes-9dfjc; https://www.thedailystar.net/law-our-rights/news/the-state-mob-justice-bangladesh- 3695721.

22 https://www.deshrupantor.com/537499/ মব-জাস্টিস-কী-এর-কারণ-ও-পরিণতি ।

[23] https:// www.jaijaidinbd.com/national/551833.

[24] https://www.manobkantha.com.bd/news/print/622424.

[২৫] https://www.prothomalo.com/technology/advice/40ldcyv8xq; https://www.linkedin.com/pulse/understanding-mob-justice-bangladesh -legal-framework-causes-9dfjc; https://www.dhakatribune.com/377996.

[26] https://www.jaijaidinbd.com/national/551833;https://www.manobkantha.com.bd/news/print/622424;https:// dailyasianage. com/ news/335153/mob-justice-is-another-name-forinjustice;;https://sattacademy.comhttps:// www.dhakatimes24.com/2025/05/ 30/386762; https://www.prothomalo.com/technology/advice/40ldcyv8xq https://www.theasiatimes.com/mob-justice-a-dangerous -erosion-of-the-rule-of-law-in-bangladesh/;https://www.thedailystar.net/law-our-rights/news/the-state-mob-justice-bangladesh-3695721|

[২৭] সূরাহ আল-হুজরাত, আয়াত: ১২।

[২৮] সূরাহ আল-হুজরাত, আয়াত: ৬।

[২৯] ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, কিতাবুল আদব, বাব-আত-তাশদীদু ফিল কিযবি, হা-৪৩৪০, ১৩শ খণ্ড (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ), পৃ.৩২৫।

[৩০] ইমাম মাজাহ, *আস-সুনান*, কিতাবুল আহকাম, বাব-মান বানা ফি হাক্কিহি, হা-২৩৩২, ৭ম খণ্ড (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ), পৃ.১৪৩।